দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 23 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বরিশালে মেয়েদের মধ্যে উন্নতমানের শিক্ষা বিস্তারের কোন সুযোগই সৃষ্টি হচ্ছে না

বরিশাল ব্যুরো ঃ বরিশাল মহানগরীতে মেয়েদের উন্নতমানের শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ বাড়ছে না। এ বছরও ছেলে-মেয়েদের দু'টি সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে পরাজিত বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখনো কোন ভালমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিই হতে পারেনি। বরিশাল মহানগরীতে ছেলে ও মেয়েদের ২টি সরকারী বিদ্যালয়ের বাইরে ছেলেদের জন্য একটিমাত্র স্কুলকে ভাল লেখাপড়ার স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও মেয়েদের শিক্ষার জন্য এ নগরীতে বিকল্প কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নেই। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এ নগরীতে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার বিষয়টি অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

যদিও আগামী বছর থেকে নগরীতে একটি সরকারী মডেল স্কুল চালু হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও মেয়েদের লেখা-পড়ার সুযোগ থাকছে কিনা সে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়। ফলে এ নগরীতে মেয়েদের উন্নতমানের শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন সুযোগই সৃষ্টি হচ্ছে না। তবে সম্প্রতি বরিশালের অপসোনিন গ্রুপ ঢাকার স্কলাসটিকাকে নিয়ে বরিশালে একটি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই নগরীর রূপাতলী এলাকায় "স্কলাসটিকা-অপসোনিন গার্লস স্কুল" কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে সেখানে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা হলেও অসচ্ছলদের জন্য এনগরীতে পড়াশোনার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না।

চলতি শিক্ষা বর্ষে জেলা স্কুলের ৩য় শ্রেণীতে দু'টি শিফটে ১২০টি আসনের বিপরীতে ৫৬৬ ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নেয়। ৪র্থ শ্রেণীর ১২০টি আসনের বিপরীতে ৩৩১ জন অংশগ্রহণ করলেও কর্তৃপক্ষ তার মধ্যে ১০১ জনকে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচনা করে। এছাড়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৪টি আসনের বিপরীতে ৩৯ জন অংশগ্রহণ করে।

এদিকে সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে দিবা ও প্রভাতি শাখায় ১২২টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫১১ ছাত্রী। ৪র্থ শ্রেণীর ১০৪টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪০৫ছাত্রী। অপরদিকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৩০টি আসনের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। ঐসব আসনের বিপরীতেও অন্তত ২ শতাধিক ছাত্রী অংশ নেবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

কিন্তু জেলা স্কুলে ভর্তি হতে না পারা ছাত্ররা নগরীর আরেকটি ভাল মানের উদয়ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পেলেও সরকারী বালিকা বিদ্যালয়টিতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের জন্য সে ধরনের কোন স্কুল না থাকায় তাদের সমস্যা ও সংকট মারাত্মক। এ নগরীতে মেয়েদের জন্য ভাল মান ও পরিবেশের একটি বিদ্যালয়ের অভাব বোধ করছেন অভিভাবক মহল। এমনকি ভাল মানের স্কুলের অভাবের কারণে অনেক সরকারী কর্মকর্তা এখানে বদলী হয়েও আসতে অনীহা প্রকাশ করেন। অনেকে পরিবার-পরিজনকে ঢাকায় রেখে এখানে সপ্তাহের কয়েকটি দিন কাজ করে বেশীরভাগ সময়ই নানা অজুহাতে ঢাকাতেই অবস্থান করেন।